**॥ নগেন্দ্রকুমার গুহরায়কে লেখা ॥**

Ghatsila P.O.

C/o Dr. N. Banaerjee

গৌরীকুঞ্জ, ডাহিগোড়া

জেলা সিংভুম

৫.৫.৪৮

প্রীতিভাজনেষু,

আপনাকে খুব মনে আছে। মনমোহন কাঞ্জিলাল উকিলের বাসায় ছিলাম নোয়াখালিতে ১৯২২ সালে, তখনকার কথা আমি 'অভিযাত্রিক'বইতে লিখেছি—সম্ভবত আপনার নামও তাতে আছে। আপনার দুর্বিপাকের কথা জেনে দুঃখিত হলাম। আমার দেশের ঠিকানায় পত্র দিয়েছিলেন। সে পত্র এখানে আসতে দেরি হয়ে গিয়েছে। ঘাটশিলায় আমার এক বাড়ি আছে। আমার ছোট ভাই নুটু ব্যানার্জি এখানে ডাক্তারি করে। ভাগিনেয়ীর বিবাহ উপলক্ষে বৈশাখের প্রথমে এখানে এসেছি। এখন পাহাড়ে বেড়ান, কাল বিকালে পাহাড়ের নিচে একটা হ্রদে স্নান করে এলাম, বনে বনে কুরচিফুলের সুবাস, কচিপাতা-ওঠা শালবন, কি সুন্দর লাগল আরণ্যপ্রকৃতির অপূর্ব পরিবেশটি। ঘাটশিলার নিকটে কালচিতি নামক মৌজায় ২৫ বিঘা ধানজমি ও শালবন এবং একটি বড় পুকুর (কাছে পাহাড়, ঝরনা ও বন) দু হাজার টাকায় ক্রয় করার দরুণ ওখানে একটি ছোট ঘর বনপ্রান্তে। লালফুলের সুবাস ও মহুয়া ফুলের মিষ্ট বাতাস—কেমন মনে করেন এ পরিবেশ ?আসবেন দুদিনের জন্যে ?

২৫শে বৈশাখ বর্ধমানে যাচ্ছি রবীন্দ্র-জন্ম-উৎসবে। সেখান থেকে কলকাতায় যাবো ২/১ দিনের জন্যে। ১লা জ্যৈষ্ঠ মেদিনীপুর সাহিত্যসভায় দেখা দিতে হবে। দেশে ফিরবো ৭/৮ই জ্যৈষ্ঠ।

সে সময় আমাদের দেশের বাড়িতে যাবো ইছামতীর তীরে। যাবেন সেখানে দু'দিনের জন্যে ?

লেখা এখন পাবেন না। বড় ব্যস্ত আছি। দক্ষিণার পরিমাণ যা হয় দেবেন। কিছু দেরি হবে। চিঠি দেশের ঠিকানায় দেবেন এবং এখানেও দেবেন। ৭/৮ই জ্যৈষ্ঠ পর্যন্ত এখানে আছি।

প্রীতিসম্ভাষণ গ্রহণ করুন।

শ্রীবিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

শনিবারের চিঠি

অগ্রহায়ণ ১৩৫৭, পৃ. ১৪৬-১৪৭